খেঁকশেয়ালের বোন এবং তার কাঠের বেলুন

মাল্যশ পাবলিকেশন

একদিন এক খেঁকশেয়ালের বোন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল|
যেতে যেতে সে হঠাৎ একটা রুটি বেলার কাঠের বেলুন দেখতে পেল| তখন
সে বেলুনটাকে হাতে নিয়ে আগে রওনা হল|

এরপর সেই শেয়াল একটা গ্রামে গেল| তারপর একটা বাড়িতে....
ঠক ঠক ঠক
কে ওখানে
আমায় আজ রাতটা একটু থাকতে দেবে গো?
আমাদের ঘরে আর জায়গা নেই গো|
আমি বেঞ্চে কোনোমতে লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়বো চিন্তা কোরো না|
এইভাবে সেই শেয়াল বাড়ির
ভেতরে গেল| তারপর কাঠের বেলুনটাকে চুলীর পাশে রেখে গুটিশুটি
মেরে শুয়ে পড়ল| খুব ভোরে
সেই শেয়ালের বোন উঠে পড়ল| তারপর কাঠের বেলুনটাকে আগুনে
পুড়িয়ে নকল কান্না শুরু করল|
সে বলল তোমরা আমার বেলুন পুড়িয়ে দিয়েছ, তার বদলে একটা মুরগী
দিতে হবে|
এইভাবে সেই ধূর্ত শেয়াল একটা মুরগী আদায় করে নিল|

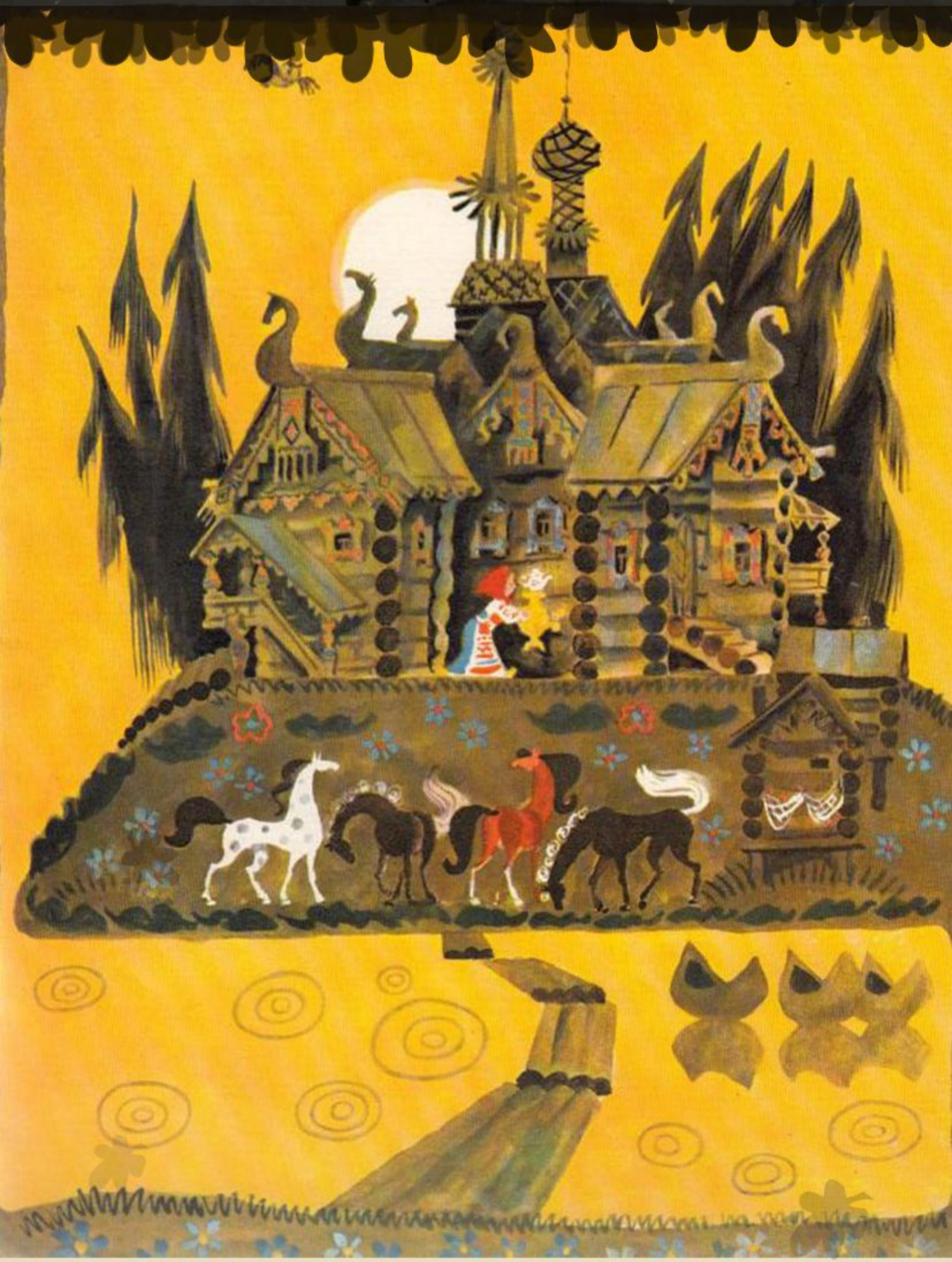

এরপর সেই খেঁকশেয়ালের বোন গান গাইতে গাইতে আর একটা গ্রামের দিকে রওনা হল|

“কি মজা বেলুনের বদলে মুরগী পেলাম
টাক ডুমাডুমডুম”|

এরপর সে আর একটা গ্রামে গেল
আবার এক বাড়ির দরজায়
কে ওখানে?
আমাকে দয়া করে রাতটা একটু থাকতে দেবে?
জায়গা নেই যে আর
ও আমি কোনোমতে শুয়ে পড়বো

এইভাবে সেই ধূর্ত শেয়াল ভেতরে গিয়ে মুরগীটাকে রেখে শুয়ে পড়ল|
এরপর খুব ভোরে উঠে মুরগীটাকে মেরে আবার নকল কান্না শুরু করে দিল|
বলল আমার মুরগী আমায় ফেরত দাও| এইভাবে আবার সে একটা মুরগী আদায় করে ছাড়ল|

তারপর
শেয়ালের বোন গান গাইতে গাইতে অন্য একটা গ্রামের দিকে পথে হাঁটা দিল মুরগীটাকে হাতে নিয়ে|
আর একটা গ্রামে সে হানা দিল| তারপর একই কায়দায় সে ওই বাড়ির ভেতর গেল| এরপর
একইভাবে খুব ভোরে উঠে নিজের আনা মুরগীটাকে খেয়ে নিল| এবং মরাকান্না জুড়ে দিল| এইভাবে
আবার সে একটা হাঁস আদায় করল|

এইভাবে শেয়ালের বোন আবার একটা হাঁস হাতিয়ে গুনগুনিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা লাগাল|
কি মজা ....কি মজা
তারপর সে তৃতীয় গ্রামে এসে পৌঁছল|

“কি মজা বেলুনের বদলে মুরগী পেলাম
টাক ডুমাডুমডুম”।

“কি মজা বেলুনের বদলে মুরগী পেলাম
টাক ডুমাডুমডুম”।

তারপর সে তৃতীয় গ্রামে এসে পৌঁছল|

সেই গ্রামেও সে একটা বাড়িতে রাতে থাকতে চাইল|
ঠক ঠক ঠক
কে ওখানে
রাতে একটু থাকতে দেবে?
ঘরে জায়গা নেই আর
আমি নাহয় বেঞ্চেই শোবো তুমি চিন্তা কোরো না|
এভাবে রাতটা কাটিয়ে খুব ভোরে উঠে যথারীতি হাঁসটাকে খেয়ে ফেলল|
তারপর নকল কান্না কেঁদে দাবী করল তোমরা আমার হাঁসটাকে মেরে ফেলেছ তার বদলে তোমার
বাচ্ছাদের একটাকে দাও|

এরপর সেই বাড়ির মালিক একটা বড় কুকুরকে বস্তায় ভরে সেই শেয়ালের বোনকে দিয়ে বলল...
এই আমার আদরের বাচ্ছা...

ধূর্ত শেয়ালের বোন এরপর রাস্তায় যেতে যেতে বাচ্ছাটিকে একটা গান গাইতে বলল|

বস্তার ভেতর কুকুরটা এবার ডাকতে শুরু করল|
কুকুরটা এবার দাঁত খিঁচিয়ে জোরে ডাকতেই শেয়াল বাবাজি বস্তা ফেলে দে দৌড়|

অনেক কষ্টে নিজের বাসায় ফিরে পাহাড়ের নিচে গাছের তলায় পৌছল, শেয়ালের বোন|
নিজের বাসায় ফিরে সে চিন্তা করতে লাগল|
প্রথমে সে কানকে জিজ্ঞাসা করল
তুমি কি শুনলে...সে বলল সবটাই| তারপর সে চোখকে বলল তুমি কি দেখেছ|
যা যা করলে, আর করেছ|
লেজকে বলল আর তুমি
লেজ বলল তুমি যেদিকে গেছ আমিও গেছি|

তখন সেই শেয়াল রেগে গিয়ে বাসার বাইরে লেজটাকে বার করল|
এরপর সেই বিশাল কুকুরটা লেজ ধরে টেনে এনে মেরে ফেলল|